TRITIYO BISWA
by
Sushanta Das
₹ 100.00

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
সঙ্ঘমিত্রা নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স ❑ ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8093-094-2

₹ একশত টাকা

TRITIYO BISWA

by

Sushanta Das

₹ 100.00

Published by

Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing

73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

সুশান্ত দাস

তৃতীয় বিশ্ব

তৃতীয় বিশ্ব

সুশান্ত দাস

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

TRITIYO BISWA
by
Sushanta Das
₹ 100.00

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
সঙ্ঘমিত্রা নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স ❑ ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8093-094-2

₹ একশত টাকা

উৎসর্গ
মা এবং বাবাকে

সূচীপত্র

প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব	৭
লাল গোলাপ	১০
বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল হোম, বারুইপুর	১২
ভাত দাও	১৪
উচ্ছিষ্ট-উৎসব	১৬
ক্ষিদে	১৭
ফুল	১৮
হায়	১৯
একটি মেয়ের গল্প	২০
প্রাকৃতিক	২৩
ছিঃ	২৫
জীবন ওদেরও	২৭
দশ বছরের ভারতমাতা	২৮
জীবন	৩০
ম্যানহোল	৩২
কাকিমার বাড়িটা	৩৩
শিশু শ্রমিক	৩৫
রুটি দাও	৩৬
রয়েছে বাকি	৩৮
জীবন সংগ্রাম	৪০
আমার বোনটা	৪৩
পাপ্পা	৪৫
চলে যাবি?	৪৮

মায়েরা	৫০
অচেনা কোলকাতা	৫১
মানুষ-পশু	৫৩
ভাত নাই	৫৪
উদ্দেশ্য মরন	৫৫
দান	৫৬
ফেরত চাই	৫৭
বাবার পাওনা?	৫৯
কালকের খোঁজ	৬১
আয়ের পথ (১)	৬২
আয়ের পথ (২)	৬৩
Adopt Child	৬৪

প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব

জীবন তোমাদের জীবন ওদেরও।
তোমাদের নাইকি অথবা অ্যাডিডাস চাই
পছন্দের সু একসাইজ ছোট
কনসার্নড তাই?
ওরা প্লাস্টিক বোতল চ্যাপ্টা করে
দড়ি দিয়ে জুতো বানিয়েছে দ্যাখো,
ওদের জন্য একটু প্রার্থনা রেখো।
ITS YOUR LIFE, ITS THEIR ASWELL
তোমাদের মিনারেল ওয়াটারে
লোকাল ব্র্যাণ্ড চলে না,
তাই না?
কিনলে নয়ত বিসলেরি মাস্ট
ওরা কুকুর বেড়ালের সাথে
একই নালার জল খায়
ওদের ইনফেকশান গলায়
সারা গায়ে।
জীবন তোমাদের জীবন ওদেরও।
বাড়ির সফট টয়েজগুলো বোরিং লাগছে বাচ্চাদের?
ওরা বনে জঙ্গলে শেয়াল কুকুরের
মাথায় খুলি আর কঙ্কাল নিয়ে খেলে
ওদের শৈশব কবরে নিঃশ্বাস ফেলে
ITS YOUR LIFE ITS THEIR ASWELL.
রোজ বার্গার পিৎজা নয়ত ফিস অ্যাণ্ড চিপস
গেটিং ফ্রাসট্রেটেড উইথ ইট্, RIGHT?

ওরা চারজন গড় বয়স সাত
একটা শুকনো রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি দিনরাত
ওরা মারামারি করে খোলা রাস্তায়
অবশেষে কুড়িয়ে কাঁচিয়ে মুখে ঢোকায় যা পায়।
জীবন তোমাদের জীবন ওদেরও।
তোমরা প্রতিবছর বদলাও
আলমারি বিছানা বালিশ
ওরা পাথর মাথায় দিয়ে শোয়,
ওদের বিছানা ফুটপাত
বড়জোর এক মগ জল দিয়ে ধোয়।
তোমরা প্রতিবছর বদলাও
আলমারি বিছানা বালিশ
ওদের ভগবানের কাছেও নেই কোনো নালিশ।
ITS YOUR LIFE ITS THEIR ASWELL.
বাড়িটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে
Thinking To change?
দ্যাখো নিগ্রো বাচ্চাটা ধুকছে ভাগাড়ে
একটা প্লাস্টিক শেড কেউ যদি দেয়
সেই অপেক্ষায়,
আর দূরে হায়না চিল শকুনের আনাগোনা
ওদের তো কেবলই দিনগোনা।
জীবন তোমাদের জীবন ওদেরও।
ড্যাড এণ্ড মাম ইজ টু মাচ কেয়ারিং
আর টলারেট করা যাচ্ছে না
তাই না?
ওরা মা বাবাকে দেখেনি চোখে
HIV ছিনিয়ে নিয়েছে কবেই!
হাড় বের করা ভাই
তার দিদির কোলে দোল খায়
হায়

দোল খায় ওদের নিশ্চিত ভবিষ্যত
শেষযাত্রায়।

ITS YOUR LIFE ITS THEIR ASWELL.
জীবন তোমাদের জীবন ওদেরও।

লাল গোলাপ

এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।
সকালবেলায়—
যে জীবনের লাশ ফেলে দিয়েছিলে পিচরাস্তায়,
খবরের কাগজের হাত ঘুরে
তার রক্তের দাগ লেগেছে
কোটি কোটি দেশবাসীর ড্রইংরুমের কোণায়।

চেয়ে দেখো—
তার একজোড়া দুধের শিশু ল্যাংটো শরীরে
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে
উঠোনে আছড়ে পরা মা ঠাকুমার দিকে,
হায়!
ওদের বাবার লাশ খবরের কাগজের প্রথম পাতায়
আর পিচরাস্তায় ধুলোয় লুটায়।
এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।
আর একটা জীবনের বুকে ছুরি বসানোর আগে
ওর মায়ের মুখ চেয়ে দ্যাখো,
ভিক্ষার ঝুলি হাতে দাঁড়িয়ে ঐ পথের বাঁকে
এক অসহায় বিধবা মা।
থেমে যাও ভাই,
বন্দুক ফেলে দিয়ে লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।
ঐ পিতৃহারা শিশুদের

চকোলেট ললিপপ না দিতে পারো
একটা লাল গোলাপ হাতে দিয়ে
কোলে তুলে নিও,
গাল ছুঁয়ে একবার বোলো
"তোকে ভালোবাসি, এ্যাই ছেলে তোকে খুব ভালোবাসি"
একটাই জীবন
এসো ভাই একসাথে বাঁচি সব্বাই।
এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।

বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল হোম, বারুইপুর

শরৎ মারা গেছে,
স্টার আনন্দে, ২৪ ঘণ্টায় দেখলাম
শরৎ মারা গেছে,
অপুষ্টিতে ছেলেটা মারা গেছে হোমে, বারুইপুরের হোমে।
সতেরো বছরের ছেলেটা খেতে পায়নি বহুদিন,
যারা বেঁচে আছে সব মরে যাবে,
প্রতিবন্ধী ওরা স্পষ্ট কথা বলতে পারে না
ওরা মাছ খায়নি, ডিম খায়নি, মাংস দেখেনি চোখে,
সকালে একবাটি মুড়ি
দুপুরে বরাদ্দ ভাত আর জলের মতো ডাল
রাতের বরাদ্দ অনাহার
রোজ রাতে অনাহার।
হাত পা বেঁকে গেছে অনেকের
সারা গায়ে প্যাঁচরা হয়েছে কারো
চোখের পাতায় পাতায় পোকা ধরে গেছে,
ওরা ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকে
বেড়াল কুকুরের পাশাপাশি।
টিভিতে দেখলাম—
ক্ষিদের তাড়নায় কাকে ঠোকরানো পেয়ারা খাচ্ছিল ছেলেটা,
"পেটে ব্যথা হয় আমার, অনেক দিন খাইনি
এটা না খেলে আমি মরে যাব
সুপার খাবার চাইলে চড় মারে,
লাঠি দিয়ে মারে।"
না খেয়ে শরীরের সবকটা হাড় গোনা যায় অনেকের।

চল্লিশজন ছেলের জন্যে বরাদ্দ মোট চব্বিশ টাকা প্রতিদিন।
তবু বেঁচে আছে ওরা,
আজ অবধি খেতে না পেয়েও বেঁচে আছে ওরা,
তবে নিশ্চিত মারা যাবে কোনোদিন
যে কোনোদিন।
কত কত শরতেরা
কত কত হেমন্তরা
কত কত বসন্তরা
নিদারুন শীতকালে
এভাবেই জন্মায় আর মরে যায়,
না খেয়ে মরে যায়
শীতে কেঁপে মরে যায়।
এ গভীর জনঅরণ্যে
কে কার খোঁজ রাখে?
এ গভীর জনঅরণ্যে
কে কার খোঁজ পায়?
হায়!

ভাত দাও

ওরা ভীষণ অসহায়
এক মুঠো ভাত দাও প্লিজ
খাওয়ার শেষে পড়ে থাকা এক মুঠো ভাত।
আমাদের জমি আছে, বাড়ি আছে
ওদের কিছুই নেই
ওরা নিঃস্ব।
আমাদের চাকরি আছে, ব্যবসা আছে
ওদের আছে দীর্ঘ নিশ্বাস,
ওরা ভীষণ অসহায়
এক মুঠো ভাত দাও প্লিজ
খাওয়ার শেষে পড়ে থাকা এক মুঠো ভাত।
আমাদের টিভি আছে, ফ্রিজ আছে
আছে বেঁচে থাকার মানে
ওদের কিছুই নেই, ওরা নিঃস্ব
আমাদের ড্রইং আছে, আছে ডাইনিংও
ওদের জীবন দিয়েছে দিন আর রাত।
আমাদের ক্লাব আছে, আছে এনটারটেইনমেন্ট
ওদের জীবন দিয়েছে শুধু ক্ষিদে
ওরা ভীষণ অসহায়
এক মুঠো ভাত দাও প্লিজ,
খাবার শেষে পড়ে থাকা
এক মুঠো সাদা ভাত।
রাস্তায় কোনায় দাও অথবা ছাদের ওপর
পাঁচিলের কোণায় দাও অথবা কার্নিশে

কুকুর বেড়াল ইদুর কাক চড়ুই শালিক পিঁপড়ে
সবার ক্ষিদে মিটবে, আমি নিশ্চিত।
তাই ডাস্টবিনে ফেলে দিওনা তোমরা প্লিজ।
ওরা ভীষণ অসহায়
এক মুঠো ভাত দাও প্লিজ
খাবার শেষে পড়ে থাকা এক মুঠো সাদা ভাত।

উচ্ছিষ্ট-উৎসব

মাছের কাটা, চিবিয়ে ফেলা মাছের ছিবড়ে
মাছের কানকো এই সব
আমার ডিনার শেষের আবর্জনা
ফেলে এসেছিলাম রাস্তার কোণায়,
রাস্তার বেড়াল খেলো তার পছন্দমতো,
কাক একটি কানকো নিয়ে উড়ে গেলো
বহুদূরে আকাশের নীলে,
চড়ুই পাখির দল কিলবিলিয়ে এলো সার বেঁধে
এক একটি ভাতের দানা নিয়ে উৎসব।
কালো পিঁপড়েটা একটা লম্বা হলুদ ভাত
মুখে নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে দ্রুত পায়ে,
শালিক আর কাক লড়াই করছে
কে আগে খাবে!
কারো উচ্ছিষ্ট—কতজনের উৎসব!

ক্ষিদে

এক মুঠো ডাল ভাত আর
এক টুকরো মাছ
রাস্তার কোণায় দিয়ে এসেছিলাম,
প্রথমে কুকুরের ফ্যামিলি তৃপ্তি করে খেলো
তারপর এলো এ পাড়ার
ও পাড়ার বেড়ালের দল,
এবারে বেড়ালের লেজ ধরে
টানাটানি করছে কাকের দল,
এন্ট্রি চাই।
ক্ষিদে!
এক মুঠো ডাল ভাত আর এক টুকরো মাছ!
এরপর এলো শালিক ইঁদুর।
একটা চড়ুই একটা ভাত নিয়ে উড়ে গেলো
নিমডালে বসে থাকা বাচ্চার কাছে
মুখে মুখ লাগিয়ে খাইয়ে দিল বাচ্চাকে।
ক্ষিদে!
একটা মাছের কাটা মুখে নিয়ে
সারা পাড়ার কার্নিশ, মগডাল
এ মাথা সে মাথা দৌড়ে বেড়াচ্ছে একটা কাক
থেকে থেকে খুঁটে খাচ্ছে মাছের কাঁটা
আবার মুখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে
Safe Place-এ।
ক্ষিদে!
একটা মশাকে যেই মেরেছি
লাল পিঁপড়ের দলের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল
Special Dish আজ।
ক্ষিদে, মহা ক্ষিদে!

ফুল

দয়া করে ফুল ছিঁড়ো না।
পুজোর ফুল বলে কিছু হয় না,
দেবতার পায়ে দেবতার অঞ্জলি
দেবতা নেয় না।
যে মানুষটি চূড়ান্ত মানসিক অবসাদে একা
তাকে একটি শিউলি ফুলে ভরা
গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে দেখো
সে শান্ত, নিশ্চিন্ত।
যে মানুষটি কঠিন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত
তার যন্ত্রনার উপসম করবে
একটি ফুলের বাগান।
দয়া করে ফুল ছিঁড়ো না।
যে মানুষগুলো একবেলা অভুক্ত থাকে
ক্ষিদের জ্বালায় একলা অন্ধকারে ডুকরে কাঁদে
তাদের ক্ষিদের কান্না থামিয়ে দেবে
রাস্তার ধারে ফুটে থাকা
গোলাপ চন্দ্রমল্লিকার ঝাঁক,
দেবতা ফুল ফোটায়
এদের যন্ত্রনায় প্রলেপের জন্য,
তাই ফুল ছিঁড়ো না বন্ধু।

হায়

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি
দুপুরের আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা
দূরে আকাশের সীমানায় উড়ে চলেছে একটি পাখি
বাসাহীন, আশ্রয়হীন।
ঐ যে দূরে নারকেল গাছের পাতায়
আশ্রয় নিয়েছে বৃষ্টিভেজা দুটি কাক,
ওরা আশ্রয় নেয় না কোনো মানুষের বাসায়
ঘুলঘুলি অথবা চিলেকোঠায়,
মানুষকে বড় ভয় পায় ওরা।
প্রকৃতির নিদারুন পরিহাস
যা কিছু ভালো
যা কিছু যেখানে কুড়িয়ে কাঁচিয়ে ভালো
সব কিছুতে মানুষের অধিকার।
তাই এই নিদারুন বর্ষনে
ঝড়ের সামনে এসে দাঁড়ায় এই অবলা প্রানীরা।
কে কার কথা ভাবে?
কার এত সময় আছে?
হায়!

একটি মেয়ের গল্প

মেয়েটা বড় হচ্ছে স্বামীর সংসারে
দুই ছেলে এক মেয়েকে কোলে পিঠে নিয়ে
বড় হচ্ছে বছর ষোলোর মেয়েটা
স্বামীর সংসারে!

ভোর চারটেতে মুরগীর ডাকে রোজ ঘুম ভাঙে
এক ছুটে হাতমুখ ধুয়ে মেয়েটা তৈরী
বছর ষোলোর মেয়েটা!
চারটে চল্লিশের ক্যানিং লোকাল চারটে বাহান্নতে তালদি আসে
প্রায় দুমাইল হেঁটে তবে স্টেশন
ঘরে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের তখনও মাঝরাত।
ট্রেনে উঠেই দরজার পাশে হেলান দিয়ে
মাটিতে বসে পড়া ওর রোজের অভ্যাস,
বেতবেরিয়া থেকে রতনদার ঘুগনি মুড়ি উঠবে
আঁচলের খুঁট থেকে একটাকা পঞ্চাশ বের করে ফেলে তড়িঘড়ি
বেতবেরিয়া পেরোতেই ঘুগনি, মুড়ি আর
আঙুলের ফাঁকে কাঁচালঙ্কা
চম্পাহাটি-কালিকাপুর-বিদ্যাধরপুর-সোনারপুর-নরেন্দ্রপুর ....
যাদবপুর এখনও সাতটা ইষ্টিশান
ছটা দশ মিনিটের যাদবপুরের ট্রেন আজ মিনিট কুড়ি লেট
এরপর দৌড় দৌড় দৌড় ..... বিজয়গড়ে কাজের বাড়ী।
আজ ঝরনাবৌদি খুব রেগে যাবে,
প্রথম বাড়ী রান্নার দেরি হলে সব বাড়ী লেট।
দাদাবাবু অফিস যাবে খেয়ে আটটার মধ্যে
বৌদির সাতটায় বিছানায় চা চাই-ই চাই।

সাড়ে আটটায় গল্‌ফগ্রীনের
দেবুদাদের মেসের রান্না করে
থালাবাসন মেজে, ঘর মুছে, ঝাঁট দিয়ে
বেলা এগারোটা বেজে যায়।
তবে মেসের ছেলেগুলো ভালো
দুপুরের খাবারটা ফেরার পথে এখানেই হয়ে যায়।
বেলা বারোটা নাগাদ বিক্রমগড় যেতে পারলে
বিক্রমগড়ের পুকুরে কাপড়কাচার কাজটা দারুন।
একবালতি কাপড় কাচলে পাঁচ টাকা
দু ঘন্টায় পাঁচ-সাত বালতি কাপড় হয়ে যায়।
স্বামীর নেশার পয়সা জোগাড়
করার জন্যই ওর রোজ কাপড়কাচা
নয়তো কপালে জোটে দু-চার ঘা।
বেলা তিনটে বাজলে তবে ফেরার পথে
দেবুদাদের বাড়ীতে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে
চারটে ছেলের থালা, বাসন মেজে ধুয়ে
তারপর ঝরনাবৌদির বাড়ী থালা বাসন মেজে
ঘর মুছে তবে কোলকাতার কাজ শেষ।

আবার দৌড় দৌড় দৌড়
ক্যানিং লোকাল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে,
ঝরনাবৌদির বাড়ী মাসে সাতশো টাকা
দেবুদাদের মেসে মাসে আটশো টাকা
আর দিনে পঁচিশ তিরিশ টাকার কাপড় কাচা
বাড়ী পৌঁছে উনুনে আঁচ দিয়ে
তবে একটু জিরোতে পারে বছর ষোলোর মেয়েটা।
ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে দাওয়ায়?
রাত নটা বেজে গেলো মনে হচ্ছে
ঐ যে ফটিকদার সাইকেলের আওয়াজ পেলাম
ওতো আটটা চল্লিশের ট্রেনে আসে।

মরদটা আবার উদোম গাল পাড়ছে নেশার ঘোরে
আজ আবার বমি না করে
কালতো বমি কাচাতে কাচাতে রাত বারোটা বেজে গেলো।
যাই শুয়ে পড়ি
কাল আবার নতুন দিন।

এর মধ্যে কখনো অসুখ করে মরদের
অসুখ করে ছেলেমেয়েদের অথবা ষোলো বছরের মেয়েটার
অসুখ করে, কামাই হয়, পয়সা নেই বলে রান্না হয় না,
মরদের নেশার পয়সা নেই, মার জোটে কপালে,
ঝরনা বৌদি ফোনে শাসায় কাজ ছাড়িয়ে দেবে বলে,
ষোলো বছরের মেয়েটা সংসারে .....
স্বামীর সংসারে তবুও ওই কামাই-এর দিনে লম্ফ জ্বালিয়ে
অ-আ-ই-ঈ লেখে কালো স্লেটের উপর।
ছেলে মেয়েদের নিয়ে, কোলেপিঠে নিয়ে
বড় হচ্ছে যে ষোলো বছরের মেয়েটা।

প্রাকৃতিক

গড়িয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখছিলাম অপূর্ব গল্পটি।
বুড়িমার বয়েস আশির কোটায় হবে
সাথে চার পাঁচ বছরের নাতনি,
বুড়িমা রেললাইনের ধারে ময়লার ঢিপি থেকে
প্লাস্টিকের চায়ের গ্লাস খুঁজে খুঁজে বের করছে,
নাতনি গ্লাসগুলো বস্তায় ভরে নিচ্ছে।
কি হবে কে জানে এই গ্লাসগুলো দিয়ে?
সারাদিন এই গ্লাস জড়ো করে
তার থেকে পাঁচ দশ টাকা উপার্জন করাও ভীষণ কঠিন কাজ
অথচ নির্বিকার চিত্তে ওরা দুজন ময়লা ঘাঁটছে।
কি ভীষণ দারিদ্র আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে এদের ভাবা যায়?
ঠাকুমা হাঁটু গেড়ে বসে ময়লা ঘাঁটছে চায়ের কাপের খোঁজে
পাঁচ বছরের নাতনি পিঠে চেপে বসেছে ঠাকুমার।
ঠাকুমা থেকে থেকে নাতনিকে দোলা খাওয়াচ্ছে
আর ময়লা ঘাঁটছে চায়ের কাপের খোঁজে
বিড়বিড় করে কি গল্প বলছে কে জানে?
হয়ত পক্ষীরাজের ঘোড়ার গল্প
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী,
নাতনি গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।
প্রকৃতি ভলোবাসা উজাড় করে দিয়েছে ওদের।
বিধাতা যাদের পেটে ভাত দেয় না, রুটি দেয় না,
লজ্জা ঢাকবার কাপড় দেয় মেপে,
তাদের জন্যে শান্তি দেয় উজাড় করে
ভালোবাসা দেয় দুহাত ভোরে,

ওটুকু না পেলে ওদের বাঁচার সব পথ বন্ধ হয়ে যেতো।
ঠাকুমার পিঠে চেপে গলা জড়িয়ে
পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প শুনতে শুনতে
ঘুমিয়ে পড়ে শিশু,
ঠাকুমা নিচু হয়ে প্ল্যাস্টিকের গ্লাস খুঁজে ফেরে
ময়লার স্তুপে স্তুপে,
পাশে পাশে হাসিহাসি মুখে
সাদা লাল নীল বুনো ফুল
ফুটে আছে ঝোপে ঝাড়ে
ছুঁয়ে আছে ওদের ভালোবাসার নিবিড় স্পর্শে।

ছিঃ

লোকটা রাস্তা পার হচ্ছিল—
নেতাজীনগর বাসস্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি
দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ঘষটে ঘষটে
রাস্তা পার হচ্ছিল মানুষটা।
কালো কুচকুচে শতছিদ্র জামা আর হাফপ্যান্ট পরা,
পায়ের পাতা দুটো গ্যাংগ্রিনে একেবারে খেয়ে গেছে,
চুল দাড়ি অন্তত বছর দশেক কাটেনি।
আমার দাদা আমার সাথেই ছিলো,
ওকে দেখেই বলল "এত কষ্টের থেকে মরে যাওয়া ভালো,'
কথাটা আমি একটুও সমর্থন করছি না ঠিকই,
কিন্তু বিশ্বাস করুন কোনো লেখাতেই তুলে ধরা সম্ভব নয়
লোকটির দুর্দশার ছবি,
আমি যাই লিখিনা কেন
লোকটির কষ্টের এক শতাংশও লেখা যাবে না।
লোকটির আশেপাশে কুড়ি ফুটের মধ্যে
একটি মানুষও এগোতে পারছে না
এতটাই দুর্গন্ধ এবং ঘা সারা শরীরে,
সবকিছু মেনে নিয়েও একটি প্রশ্ন থেকে যায়—
লোকটি কি সমাজের বাইরে?
সবার চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে
পচা গলা লাস হয়ে
সম্পূর্ণ চিকিৎসাহীন অবস্থায়
ওই অসহায় মানুষটি দুহাতে ভর দিয়ে
সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে রাস্তা পার হচ্ছিল,
আমিও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে—

বাকি সবার মতো নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে
লোকটিকে মন দিয়ে দেখছিলাম, হয়তো
আর একটি চরিত্র খুঁজছিলাম কবিতা লেখার।
শুধু লিখেই কি দায় সারা যায়?
শুধুই দোষারোপ করা সমাজের ওপর?
আমিও কি সমাজের বাইরে?
আমি কি কিছুই পারতাম না লোকটির জন্য?
একেই বুঝি বলে সামাজিক দৈন্য!
ছিঃ।

জীবন ওদেরও

জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকি ওরা বস্তিতে,
আমার প্রেসেন্ট অ্যাড্রেস আছে
আছে পার্মানেন্ট অ্যাড্রসও,
ওদের জবরদখল সীল মারা নিশ্চিন্ত আশ্রয়
দমদম রেললাইনের ধার
নয়তো বাগজোলা খাল পার,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি ব্রেড কাটলেই খাই
একটু স্যালাড আর ফ্রুট জুস,
ওদের জীবন দিয়েছে শুধু যন্ত্রণা
ওরা মাঠে ময়দানে গলদঘর্ম,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
আমি কবিতা লিখি
ওরা কবিতার পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানায়,
আমি শান্তির খোঁজে পাতায় পাতায়
হিজিবিজি কাটি,
ওরা পাতাগুলো ছিঁড়েছুঁড়ে মহা আনন্দে
ঠোঙা বানায়, ঠোঙা বেচে
ওরা ঠোঙা বেচে পেঁয়াজ, পান্তা খায়,
জীবন আমার জীবন ওদেরও!
জীবনের ভয়ে আজকাল
মুখ লুকিয়ে থাকি জীবন থেকে,
ওরা জীবনের খোঁজে
জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকে আজীবন,
জীবন আমার জীবন ওদেরও।

দশ বছরের ভারতমাতা

"আসমা আসমা
দৌড়ে আয় মা ক্ষিদে লেগেছে
আসমা কোথায় গেলি?"
"এই তো আব্বাজান আসছি ...."
দু হাতে দুটো ক্যান ঝুলিয়ে
দৌড়ে এল দশ বছরের আসমা।
পরনে মলিন টেপজামা,
খালি পায়ে দৌড়ে এল দশ বছরের আসমা।
আব্বু, ভাইজান আর দাদু রাজমিস্ত্রীর কাজ করে,
দু মাইল পথ হেঁটে ছোট্ট আসমা
পান্তা ভাতে আলুসেদ্ধ এনেছে দুপুর দুপুর,
ইঁটের ওপর বসে পড়ে চারটে মানুষ।
এক থালা করে জল ঢালা ভাত আর আলুসেদ্ধ
বেড়ে ফেলে তড়িঘড়ি আব্বাজান আর দাদুর জন্যে,
ভাত বেড়ে আব্বুর কোলে মাথা রেখে
একটু জিরোয় আসমা,
আব্বু মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকে
"আসমা তোদের খাবার বেড়ে নে এবার ...."
একথালা ভাত আর আলুসেদ্ধ বেড়ে নিয়ে
আসমা ছোট্ট ভাইয়ের হাতটি ধরে
দূরে গিয়ে বসল মুখোমুখি।
একটি থালায় ভাইবোনেতে—
"ভাইজান হাত ধুয়ে নে খাবার আগে ...."
আসমা জল কাচিয়ে একমুঠো ভাত মুখে তোলে,
বাকি ভাত দু মিনিটে ভাইজান খেয়ে ফেলে।

আসমার মুখে মিষ্টি হাসি,
রোগা শরীরে হাড় গোনা যায়,
পরনে ছেঁড়া টেপজামার
ছোট্ট আসমা এক চুমুকে খেয়ে ফেলে
ক্যানে পড়ে থাকা পান্তাভাতের জল।
আব্বাজান চেঁচিয়ে ডাকে
"আসমা, আসমা, খেয়েছিস মা?"
দশ বছরের ভারতমাতা দৌড়ে আসে
"খেয়েছি আব্বাজান এতো চিন্তা করো কেন?"
দশ বছরের ভারতমাতা দৌড়ে ফেরে এপথ ওপথ
দশ বছরের ভারতমাতা এমনি করে দৌড়ে ফেরে সারা দেশে।

জীবন

কালো এসি গাড়ির পাওয়ার উইণ্ডো
মসৃণভাবে নেমে এলো খানিকটা,
আধখাওয়া কোলড্রিঙ্কসের বোতল
আছড়ে পড়লো রাস্তার মাঝখানে,
দুরন্তবেগে নিমেষে সভ্যতা মিলিয়ে গেলো মানুষের মিছিলে।
গল্পটি এইখানে শেষ হতে পারতো
কেনো না কালো কাঁচে মোড়া সভ্যতা
এভাবেই উপেক্ষা করে এসেছে বাইরের স্থান কাল পাত্রকে,
তবু জীবন নতুন কিছু ভাবে
জীবন নতুন ছবি আঁকে,
রাস্তার এককোণে ব'সে একটি জীর্ণ পরিবার,
পাঁচ বছরের ছেলেটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
রাস্তা পেরিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয় আধখাওয়া বোতলটি,
মুখে বিশ্বজয়ের আনন্দ নিয়ে
কুঁকড়ে থাকা মা-বাবার পাশে এসে বসে,
ছিপি খুলে কোল্ডড্রিঙ্কস খাওয়ায়
মায়ের কোলে থাকা ছোট্ট বোনকে,
তারপর এক নিঃশ্বাসে খেতে থাকে কোল্ডড্রিঙ্কস,
মা এবার ছিনিয়ে নেয় বোতলটি,
বাবার গলায় এক ঢোক ঢেলে দিয়ে
বাকিটা শেষ করে ফেলে মুহূর্তে।
কালো কাঁচ নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলা
একটি উপেক্ষা থেকে যে গল্পের শুরু
জীবন তাকে উপেক্ষা করেনি কক্ষনো,

সূক্ষ্ম তুলির টানে রাস্তার পড়ে থাকা
আধখাওয়া পানীয়ের বোতল নিয়ে
একটি ঝিমিয়ে পড়া গোটা পরিবারে
এক আউন্স অক্সিজেন পুরে দেয় জীবন,
এভাবেই তাকে বাঁচাতে হয় সহস্র জীবন
এক একটি উপেক্ষা থেকে জীবনের
ফুল ফোটে সহস্র জীবনে।

ম্যানহোল

সকাল বেলায় ম্যানহোলে নেমেছে মানুষগুলো,
একটা ক'রে বালতি হাতে
ম্যানহোলে নেমে পড়েছে মানুষগুলো।
বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অভিনব পদ্ধতিতে
বর্ষার মুখে জল নিষ্কাশনের উন্নতি হচ্ছে
পুরসভার উদ্যোগে,
একটা ক'রে বালতি হাতে
ম্যানহোলে নেমে পড়েছে মানুষগুলো।
ওদের জীবনের দাম দিনে একশো টাকা
ইনশিওর করা আছে প্রতিটা মানুষের,
ম্যানহোলে তলিয়ে গেলে
সেদিনের একশো টাকা নিশ্চিত পৌঁছে যাবে
বৌ-বাচ্চার হাতে,
বালতি বালতি মলমূত্রে মাখামাখি ওদের জীবন,
রাতে ঘরে ফেরার পথে
একগলা চোলাই মদ না খেলে
ভুলে থাকা যায় না সকালের সুখস্মৃতি,
এভাবেই বেঁচে আছে ওদের পরিবার,
একশো টাকার বিনিময়ে
দুঃসংবাদ শোনার প্রস্তুতি নেওয়া চল্লিশ বছর ধরে
এভাবেই তবু বেঁচে আছে ওরা আজও।

কাকিমার বাড়িটা

আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতো
জ্যোৎস্নার মা, আমাদের কাকিমা।
এককাঠা জমিতে বেড়ার ঘর টিনের চাল
একটা ঘরে গাদাগদি করে
ছয় ছেলে, দুই মেয়ে আর কাকিমা,
কাকু মারা গেছে সেই কবেই
আমি তখন খুব ছোটো।
বছরে কদিন যে ওদের ঘরে রান্না হতো
গুনে বলা যায়,
যদিও বা রান্না হতো একবেলা
অন্যবেলা না খেয়েই কাটতো।
কি পরিশ্রমটাই না করতো কাকিমা আট ছেলেমেয়েকে
কোনোরকমে খাইয়ে পরিয়ে রাখার জন্য,
অভাবের সংসারে আজ কয়লা নেই বলে উনুন জ্বলত না
কাল কয়লা কিনতে গিয়ে চালের পয়সা নেই, রান্না হলো না
পরশু কয়লা, চাল আছে কিন্তু তরকারি হয়নি।
শুধু সাদা ভাত, নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ
দুদিন অভুক্ত থাকার পর ওটাই ছিলো ওদের খাবার,
তবু পেট ভরে খেতো সেদিন ওরা সবাই,
কোনো কোনো দিন খুব ভালো মেনু হলে
ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ।
আমি বড়ো হতে হতে একে একে
বিয়েসাদি করে সবাই যে যার আলাদা হলো
ধীরে ধীরে আট ছেলেমেয়ের সংসার হলো

সবাই ছেড়ে চলে গেলে কাকিমাকে,
কাকিমার অভাবের সংসার ছিলো, খাবার
জুটতো না, উপোস করেই কাটতো বেশিদিন
কিন্তু সংসারটা তবু ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা ছিলো।
আজ কাকিমা একা—
শীর্ণকায় চেহারা
অপুষ্টিতে শরীরের হাড় গোনা যায়,
আট ছেলেমেয়ের একজনেরও ফুরসত হয়নি,
কখনো ফুরসত হয়নি মাকে দেখতে আসবার।
শেষের দিকে উদরি হয়েছিল কাকিমার
দীর্ঘ রোগভোগের পর কাকিমা মারা গেলেন বাঙ্গুর হাসপাতালে।
বাড়িটা কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে আজও—
ছেলেরা মাঝে মাঝে এখন আসে
মেজোছেলে এসে টিনের চাল খুলে নিয়ে গেলো
ছোটো এসে বেড়াগুলো নিয়ে গেছে একদিন
বড়ছেলে দেখলাম বাঁশ খুঁটি ধরে টানাটানি করছে
গোটা বাড়িটাই আজ নেই—
গোটা পরিবারের মতোই বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার
কাকিমার বাড়িটার ধ্বংসাবশেষ।

শিশু শ্রমিক

যে শিশুটি কাজ করে ইটভাটায়
বছর আটের যে শিশুটির মাথায়
চার চারটে ইটের বোঝা
তার যন্ত্রণার সমাধান কে ক'রেছে কবে?
যে শিশুটি বাসন মাজে হোটেলের এক কোনে,
যে শিশুটি গড়িয়াহাটি মোড়ে বুটপালিশ করে,
যে শিশুটি হাজরা মোড়ে মিষ্টির দোকানে
ফাইফরমাশ খাটে,
যে শিশুটি হকার বেশে প্ল্যাটফর্মে ছুটে বেড়ায়,
আর একটি দুধের শিশু পিঠে বয়ে
যে শিশুটি ভিখিরি সাজে,
যে শিশুটি রিক্‌শা টানে পথেঘাটে,
একশো টাকায় বিহার থেকে বিক্রি হওয়া
যে শিশুটির ইটের বোঝা বইতে গিয়ে পঙ্গু হলো,
যে শিশুটি দিনে রাতে সেলাই শেখে,
যে শিশুটি ঠোঙা বানায়,
যে শিশুটি কাপড় কাচে ঘরে ঘরে,
যে শিশুটি ময়রা সেজে মিষ্টি বেচে,
মুর্শিদাবাদের ছোট্ট বাছা—
কোলকাতাতে রাজমিস্ত্রীর হেল্পার হলো
সেই শিশুটির পেটের ক্ষিদে কে ঘোচাবে?
ঘরে ফেরার রাস্তা ওদের বন্ধ সবার
এমনিতেই আধপেটা ওদের বাপ মায়েরা, ভাই বোনেরা
ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা—
এ জগতে ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা।
স্পষ্ট ভাষায়
এ জগতে ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা।

রুটি দাও

লোকটাকে দেখেছিলাম পড়ন্ত বিকেলের আলোয়
হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে শাল-বল্লির গায়ে,
এক ঘা-দুই ঘা-ঘায়ের পর ঘায়ে
উন্মাদ মাঝবয়সের মানুষটি ফিরে ফিরে
পশ্চিমপারে লাল-হলুদ সূর্যের দিকে ফিরে দেখছিলো।
সন্ধ্যে নেমে আসছিলো ঝড়ের গতিতে বাইপাসের ধারে,
ঘন অন্ধকার অরো গাড়ো ওর মনের গভীরে।
আজও সব কাজ শেষ হবে না ওর,
কন্ট্রাক্টারের গাড়ীর শব্দে বুকের কান্না যেন
কণ্ঠনালীর ধার ঘেঁষে পথ হারায়।

"বাবু কাজ শেষ হয়নি আমার, একশো টাকা দাও
আটা কিনবো, সবজি কিনবো বাবু,
আটটা পেট বাড়ীতে,
বাবু একশোটা টাকা দাও আজ।"
পড়ন্ত বিকেল আর নেই এখন, ঘন অমাবস্যার
কালো মেঘে ঢেকে আছে বাইপাসের আকাশ,
বাড়ীর পথে ক্লান্ত শরীরটাকে বয়ে বেড়ানো,
যেন রোজকার একটাই চেনা শব দুয়ারে দাঁড়িয়ে।
"ছেলেমেয়েদের জন্মানোই পাপ হয়েছে আমার ভিটেতে"
অস্ফুট কণ্ঠস্বরে লজ্জা, ঘেন্না, ভয়।
"একটি রুটিও কি নসিবে নেই?"
সূর্যের আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে মানুষটা
দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে,
দৌড়ে দৌড়ে পেরিয়ে যায় চেনা পথ-ঘাট এধোঁগলি

দূরে দূরে আরো দূরে যেতে চায় শরীর মন
যেখানে ছেলেটায় মেয়েটায় কণ্ঠস্বর
নিশ্চিত পৌঁছোবে না।

ঘুম থেকে উঠেই তো ওরা চেঁচাবে
আব্বাজান, এই আব্বাজান
একটা রুটি দাও আব্বাজান।

রয়েছে বাকি

বহু ক্রোশ চলা এখনো রয়েছে বাকি
মাটির কাছাকাছি এখনো হয়নি যাওয়া
হাঁটু গেড়ে আমি এখনো বসিনি সেই মায়েদের দাওয়ায়,
যার ভাঁড়ারে আজও চড়েনি হাঁড়ি।
এখনো দেখিনি সেই ইস্কুলের শিশুদের
একবেলা মিড-ডে মিলের আশায় যাদের ভোর হয়।
সেই গ্রামেতে রয়েছে শুনেছি অনেকে, আজও
বহু ক্রোশ পথ রোজ চলে শুধু পানীয় জলের আশায়।
হয়ত দেখেছি ট্রেনের কামরায় বহু মানুষের
লঙ্কা, মুড়ি, ফটাস জলের তৃপ্তি
আর আলোচনা—
ঘরেতে তার মায়ের চোখেতে এখনো আঁধার কাটেনি,
সাঁঝের যদিও অনেক বাকি,
মায়ের চোখের ছানি শুনেছি
আজও কাটানো হয়নি।

বহু ক্রোশ চলা এখনো রয়েছে বাকি।
লাইনের ধারে ইঁটের উনুনে
রাঁধা ভাত আর আধপচা দুটো আলু
দেখা হয়নি চেখে
বসে ফুটপাতে ওদের একজন হয়ে।
হয়নি শোয়া ওদের ঝুপড়িতে
একটি মাদুর পেতে।
হয়নিতো বোঝা—
রাত একটায় ভাঙা রেডিওতে খবরের জন্যে—

মাঝির একটানা উদ্বেগ,
আজও বুঝি হবে না যাওয়া মাঝদরিয়ায়
আজও আমার ছোট্ট সোনা ঘুমোবে না ক্ষিদের তাড়নায়
কালকে আবার গোটা রবিবার মিড-ডে মিলের অভাব
ছোট্ট সোনার মুখের ছবি আজও পড়েনি চোখে।
নাকে রুমাল সরিয়ে হয়নি দেখা—
ওখানেও আছে
একটা আমার মতোই মানুষ।
হয়নি বসা ডাষ্টবিনের ওই
খাবার কুড়োনো মেয়েটির একপাশে
জানতে চাইনি ওর ব্যথার আর দুর্দশার চোরাস্রোত।

চল্লিশ পেরিয়েও তাই জানি
বহু ক্রোশ চলা আমার রয়েছে বাকি।
বহু ক্রোশ চলা আমার আজও বাকি।

জীবন সংগ্রাম

বিকেলে বহরমপুর থেকে কোনো
এক্সপ্রেস ট্রেন নেই কোলকাতা যাবার,
বহরমপুর ষ্টেশন থেকে বিকেল তিনটেতে
লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে বসলাম।
স্যাতস্যাত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পুরো ট্রেনে,
টয়লেটের দরজা ব্লক করে
হকারদের চা বানানো চলেছে পুরোদমে,
গেটের পাশে চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি—
অদৃষ্টের ওপর দোষারোপ করছিলাম মুহুর্মুহু।
একপায়ে দাঁড়িয়ে আছি দীর্ঘক্ষণ
দ্বিতীয় পা মাটিতে ফেলতে গেলে
অন্যের পায়ের ওপর পড়বে।

একটা ময়লা চাদড় মুড়ি দিয়ে
বছর ষাটের এক বৃদ্ধা
বসে আছে জানালার ধারের সিটে।
আমার কষ্ট দেখে বলে উঠলো
"বাবা তুমি বোসো আমি একটু দাঁড়াই।"
লজ্জায় বললাম—
"মাসি তুমি বুড়ো মানুষ পারবে না, বোসো।"
"বাবা আমি রোজ এই ট্রেনে আসি"।
আতকে উঠলাম, রোজ মানে?
"বাবা আমি টু ডাউন লালগোলায়
রোজ আসি এভাবেই। শিয়ালদা যাবো,
আমার দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টা ট্রেনেই কাটে

প্রতিদিন, প্রতিরাতে।"
দুপুর একটায় লালগোলা প্যাসেঞ্জারে
ভগবানগোলা থেকে মাসি ওঠে
ট্রেনটা আবার শিয়ালদহ যায় না, চিৎপুর যায়।
তাই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ মাথায় বেগুনের ঝাঁকা নিয়ে
নৈহাটী নেমে পড়ে, ট্রেন পালটে
রাত নটা-সাড়ে নটা নাগাদ শিয়ালদহ।
দুঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশনের ধারে বসে
সব বেগুন বিক্রি করে—
রাত সাড়ে এগারোটায় সেভেন আপ
লালগোলা ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে ফেরা।

রাত দেড়টা নাগাদ গুড়ের বস্তাওয়ালারা
নেমে যায় বিনপুরে—
একটু ট্রেনটা ফাঁকা হয়,
বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ে মাসি।
সাড়ে তিনটেতে ঘুম থেকে উঠে পড়ে
বহরমপুর ষ্টেশন এলে,
নয়ত যদি জঙ্গীপুর পেরিয়ে যায় ঘুমের ঘোরে।
আতঙ্কে জিজ্ঞেস করলাম—এরকম হয়েছে কখনো?
"হ্যাঁগো বাবা, মাঝে মাঝেই তো ঘুম না ভাঙলে
সোজা লালগোলা এসে যায়,
আবার পরের ট্রেনে একঘণ্টা ফেরত আসি।"
নয়তো ভোর সাড়ে চারটেতে জঙ্গীপুর নামে মাসি।
বাড়ী পৌঁছোতে পৌঁছোতে ভোর পাঁচটা।

"তালা খুলে ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে
উনুনে আঁচ দিয়ে স্নান করতে যাই,
খাবার বানাই ভাত-ডাল-তরকারি,
ভাত খাই আর টিফিনকারিতে ভরে নিই।
এরপর ট্রেন ধরি ভগবানগোলা যাবার,

সকাল এগারোটায় ভগবানগোলা পৌঁছে
একটার মধ্যে হাট থেকে বেগুন কিনি, ঝাঁকা বাধি,
তারপর চেপে বসি এই টু ডাউন লালগোলায়।"
আমি অবাক চোখে তাকিয়ে
এই ষাটোর্ধ বৃদ্ধের দিকে,
জীবন সংগ্রামের বিবরণ কাগজে কলমে লেখা যায়?
জানালার দিকে ঘুরে বসে মাসী
প্লাস্টিক থেকে টিফিনকারি বের করে।
আমি উঁকি মেরে দেখতে থাকি,
মনের সুখে মাসী খেতে থাকে
জল কেটে যাওয়া ভাত-ডাল-তরকারি,
পৃথিবীর প্রতি কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই
ভাত শেষ হলে এক ক্যান জল ঢেলে
ধুয়ে কাঁচিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে এক নিঃশ্বাসে।
"মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি,
ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে,
স্বামী মারা গেছে সেই কবেই।"
একলা মহিলার ভাত ডালের এই অস্বাভাবিক জীবনসংগ্রাম
চোখ চেয়ে দেখতে থাকি।

ট্রেন এগিয়ে চলে কৃষ্ণনগর—তাহেপুর—
বিনপুর—রানাঘাট—চাকদহ,
অসহ্য গরমে আর চিড়েচ্যাপ্টা আমি
মাথায় ঘুরপাক খায় শুধু একলা মহিলার জীবন সংগ্রাম
ট্রেন এগিয়ে চলে নিজের তালে
বেসামাল বেতাল একলা আমি
একরাশ প্রশ্নের ঝাঁক মাথায় নিসপিস করতে থাকে
অনবরত।
ট্রেন এগিয়ে চলে নিজের মতো।

আমার বোনটা

দশ বছরের ওপর হয়েছে
বোনের বিয়ে হয়েছে,
যেন কত দূর চলে গেছে বোনটা।
এভাবে তো কখনো ভাবিনি
ভাবার ফুরসত মেলেনি গত দশ বছরে।
এতো ব্যস্ত ছিলাম।

এখনও পর্যন্ত মা বাবার থেকে দূরে থাকা
আমার কল্পনার বাইরে,
অথচ আজ থেকে দশ বারো বছর আগেই
একটি পঁচিশ ছাব্বিশের মেয়ে তার
ভিটেমাটি থেকে বিদেয় হলো?
একটা অচেনা পরিবেশ অচেনা পরিবারকে
কেমন নিজের করে নিলো!
কখনো এভাবে তো ভাবিনি আগে।
এতো স্বার্থপর হয় ভাইয়েরা?
ফুরসত নেই ভাববার, বোনেদের মঙ্গল কামনার?

দশ বছরের ওপর হয়ে গেলো বোনটার দিকে
ভালো করে ফিরেও তাকাইনি,
ওর মুখটাও দেখিনি পর্যন্ত মন দিয়ে।
অথচ এই ছোট্ট বোনটা কি
রাখী পরাতে ভুলেছে কখনো?
প্রতি বছর উপোস করে থাকে
রাখী পরানোর দিনে,

উপোস করে থাকে ভাইফোঁটার দিনটায়।
বছর বছর উপোস থেকেছে, রান্না করেছে
ভাইকে ফোঁটা দিয়ে
ভাত-আলুভাজা-ডাল-আলুপটল-মাছ-পাঁঠার মাংস—
চাটনি-দই-মিষ্টি যত্ন করে খাওয়াবে বলে,
আর দাদার ফোঁটা নেবারই সময় নেই!
এবারেও তো বিকেল চারটেয়
বারুইপুর হয়ে এসেছি বোনের বাড়ি,
চারটে অবধি না খেয়ে বসেছিল বোনটা
আমার মঙ্গল কামনায়!

ভাইয়েরা কখনো উপোস থেকেছে বোনেদের মঙ্গল কামনায়?
কোনো নিয়ম কি তৈরী করা যেতো না বোনেদের জন্যে?
আমার মা-ও তো একদিন ভিটেমাটি ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে,
আমার স্ত্রীও তো একদিন .....
যত বড় হচ্ছে মেয়েটা, আমার ছোট্ট মেয়েটা,
কোনো এক অজানা ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ
আমায় ঘিরে ধরে—
আমায় ঘিরে থাকে সারাক্ষণ।

পাপ্পা

কোথায় হারিয়ে গেলে পাপ্পা?
আজও স্পষ্ট শুনতে পাই
"ইউ আর মাই সুইট লিটল ডটার
আই লাভ ইউ সো মাচ্।"
সকাল হলেই আজও আমি
সাদা ফ্রক নীল স্কার্টের ছোট্ট বনি হয়ে যাই,
আর একটিবার জুতোর লেস বেঁধে দেবে পাপ্পা?
বৃষ্টিভেজা দিনগুলোতে স্কুলের পথে
রেনকোট পরানোর জন্য তোমার পাগলামো
ভুলতে পারি না পাপ্পা,
আমি তোমার বাধ্য মেয়ে হইনি কখনো
যা বলতে তার উল্টোটা করতাম
খুব রেগে যেতে তুমি, তবু সামলে
নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে।
আজ আর কেউ বলে না
"ঘুম থেকে উঠে ভালো করে ব্রাশ করো না কেন বনি?
শুনছো বনিকে কমপ্ল্যান দাও,
সোনা মা বাইরে থেকে এসে হাত পা ক্লিন করতে হয়,
মেক ইট এ হ্যাবিট।"
আজ আর কেউ হাতটা ধরে
রাস্তা পার করায় না পাপ্পা,
তোমার মতো আর কেউ কক্ষনো বোঝেনি আমায়।
আজও সন্ধ্যে হলে তাতাইকে নিয়ে সেন্ট্রাল পার্কে যাই
ও দোলনা চড়ে, স্লিপে চড়ে

আর আমি বকুল গাছের পাশে
গোল গোল হয়ে ঘুরি
হাতড়ে ফিরি তোমার ছোঁয়া এদিক ওদিক।
পাপ্পা জানো?
তোমার পাসপোর্ট সাইজ ফটোটা আমি
নিয়ে বেড়াই আমার পার্সে,
সাহস করে বের করি না,
তাকাতে পারি না তোমার মুখের দিকে।
আজ একটিবার আসবে ফিরে আমার পাশে?
পায়ের পাশে একটুক্ষণ বসবো পাপ্পা
একটিবার ডাকবে আমায় অমন করে—
"সোনা মা টিফিন ফেরত আনিস না
শরীর খারাপ করবে।"
স্কুলের গেটে বলবে আমায়—
"বনি ডোন্ট রান, বুকে টুকে না লাগে,
সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটো"
পাপ্পা জানো আমাকে রোজ স্লিপিং পিল খেতে হয়
আজ একবার মিষ্টি সুরে গাইবে তোমার
সেই ঘুমপাড়ানি গান?
"এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায় স্বপ্ন-মধুর মোহে ...।
পাপ্পা — পাপ্পা
কোথায় হারিয়ে গেলে পাপ্পা
চারিদিকে শুধু অন্ধকার
তুমি জানো না এই অন্ধকারে আমি ভয় পাই?
লোডশেডিং হলেই তো তুমি চেঁচিয়ে উঠতে
"সোনা মা যেখানে আছো নড়বে না,
আই এম কামিং"
আজ চারিদিকে ঘন অন্ধকার,
পাপ্পা — পাপ্পা
একটিবার এসো ফিরে আমার পাশে

একটিবার ডাকো আমার অমন করে
একটিবার বাঁধবে আমার জুতোর ফিতে?
একটিবার চুলের ফিতে, চোখের কাজল
একটিবার নেবে আমায় বুকের কাছে?
একটিবার ডাকবে আবার অমন করে?
একটিবার দেখবো ছুঁয়ে তোমার পরশ
একটিবার বসবো তোমার পায়ের পাশে

পাপ্পা — পাপ্পা
কোথায় হারিয়ে গেলে — পাপ্পা?

চলে যাবি?

চলে যাবি তুই?
বিপন্ন অসহায় বাপকে ফেলে
কোথায় যাবি মা?
আমি তোকে মেয়ের মতোন করে মানুষ করতে চাইনি।
জানি এ পৃথিবী
এ পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ,
আমাকে মূর্খ বলবে, স্বার্থপর বলবে।
কিন্তু কেবলই আমার বেলায়
একটু ব্যতিক্রম হয় না?
অথবা আজ থেকে নিয়মগুলো বদলে যেতে পারে না?

জানিস মা আমার সারারাত ঘুম আসে না,
রোজ রাতে সাড়ে নটা বাজলেই
"পাপ্পা ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি?"
রোজ আমি "না" বলি আর তুই রেগে যাস
যতক্ষণ পড়তে না বসি তোর রাগ কমে না
মাথার ওড়না দিয়ে ফলস্ চুল বানিয়ে
তুই আন্টি সাজিস,
কেমন খসখস করে চক ডাস্টার দিয়ে বোর্ডে লিখিস,
আমি তো রোজ ইংলিশ বানান ভুল লিখি
প্রিপোজিশান ভুল করি।
পড়া করিয়ে আমাকে ডায়েরী লেখাস—
হোমওয়ার্কের জন্যে।

চলে যাবি তুই?

সন্ধ্যে হলেই কে আমায় ফোন করে বলবে
"পাপ্পা তোমার বাড়ি আসার সময় হয়নি?
আর আসার কি দরকার?"
কার সাথে টিচার টিচার খেলব আমি, বল মা?
ওষুধ ভুলে গেলে কে আমায় জল এগিয়ে দেবে?
একলা থাকতে আমি ভয় পাই মা,
কোথায় যাবি তুই আমায় ফেলে?
কোথায় যাবি তুই?

মায়েরা

তিনজন মা স্কুলফেরত গড়িয়াহাট ওভারব্রীজের
নীচে গল্পে মশগুল, তাদের
বাচ্চারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে।

এক মায়ের চিৎকার—
ববি ডোন্ট সাউট, ডোন্ট রান টু মাচ'।
তবুও তিনটে বাচ্চা মায়েদের চারিপাশে
গোল গোল দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছুটির আনন্দে।

আরও দুটি বাচ্চা—
তাদের মায়ের চোখরাঙানি নেই
মা তখন একহাত দূরেই
ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে কুড়িয়ে আনা
কাঠ, পচা বাঁশ, নারকেল পাতার উনুনে।
বাচ্চা দুটি ফুটপাতে গড়াগড়ি খেতে খেতে
ললিপপ খায়, ডিগবাজি খায় মনের সুখে।

ফুটপাতের মা ভাতে সেদ্ধ ভাত রাঁধে—
পাকা বাড়ীর মা, ফ্ল্যাটের মা,
ফুটপাতে সব মায়েরা গল্পো গুজবের মাঝখানে
ছেলেমেয়েদের নিয়েই মেতে থাকে গোটাদিন।

অচেনা কোলকাতা

চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারে খোলা রাস্তায় খাটিয়ায় শুয়ে
উলঙ্গ দুটি শিশুর চিৎকার,
ওদের পেটে ক্ষিধের মিছিল,
ওপারে ফ্লুরিস রেস্তোঁরায় বিলিতি সাহেব মেম
পেষ্ট্রি, কফির মিষ্টি চুমুকে ব্যস্ত।
এপারে ফুটপাতে বসে একটি মেয়ে
কোলের শিশুকে দুধ খাওয়ায় আর
খদ্দের খোঁজে পাগলের মতো
ওদের পেটে ক্ষিদের মিছিল
দিনে রাতে শুধুই ক্ষিদের মিছিল।
চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারে কবিতা, গল্প, ছড়ার বই, ম্যাগাজিন সব ধুলোয় লুটোয়
ওপারে অ্যালবামে বাঁধানো
রবীন্দ্রনাথের নজরুল সুকান্তের নিশ্চিন্ত আশ্রয় মিউজিক ওয়ার্ল্ড-এ
থরে থরে।
এপারে একলা মাতাল ফুটপাতে বসে পা দোলায়
একলা মাতাল ফুটপাতে একা
শূন্য জীবনের হিসেবের খাতা,
ওপারের রাজপথে গাড়ির মিছিল
ঝাঁ চকচকে বারে, রেস্তোঁরায়
সুটেড বুটেড চুরুট মুখে শ্যাম্পেন পানে ব্যস্ত মানুষ।

চেনা কোলকাতার বুকের ভেতরে
আছে আরও একটা অচেনা কোলকাতা।
এপারের চেনা কোলকাতায়
আমার শৈশব দৌড়ে বেড়ায় পানের দোকানে
খাটিয়ার শোয়া বাচ্চার পাশে
ফুটপাতে বসা মায়ের গায়ের পাশে,
ওপারের অচেনা কোলকাতায়
নিশ্চিন্তে বিশ্রামে চায়ের চুমুকে কবিতা লিখি
অচেনা ছন্দে বিষন্ন আনন্দে
কবিতার নামে দুঃখ লিখি
দগদগে ঘায়ের মতো
একটা অচেনা কোলকাতা
হঠাৎ হাজির আমার পাশে।

মানুষ-পশু

আমরা থাকি মাটিতে
ওরা আকাশ ছুঁতে চায়,
আমরা থাকি বাড়িতে
ওদের বৃথাই বাঁচা হায়
আমরা পেয়েছি জীবন
ওরা দুঃখ কেন যে পায়,
আমরা বাঁচবো বেশিদিন
ওরা এমনিই মারা যায়।
ওদের দুখের সাগরে নৌকা
আমরা সুখের ভেলা ভাসাই,
ওদের অভিযোগ নেই তো কোনো
আমরা মানুষ নামের কসাই।
ওদের জীবন দিয়েছে যন্ত্রণা
ওরা করছে সুখের খোঁজ,
আমরা পেয়েছি হ্যাপিনেস
তাই অচল অলস রোজ।
আমরা পেয়েছি জীবন
ওরা দুখের সাগরে হায়,
আমরা বাঁচছি বেশিদিন
ওরা প্রকৃতির কৃপা চায়।
আমরা বাঁচবো বেশিদিন
ওরা ঈশ্বরের কৃপা পায়।

ভাত নাই

ভাত নাই।
বুড়ো বাবার পেটে ভাত নাই,
সকাল থেকে ইট বালি সিমেন্টের সাথে সংসার
মাথায় বালির বোঝা বইছে গোটা দিন
একতলা থেকে তিনতলা
আমার পাশের বাড়ি রিপেয়ারিং হচ্ছে।
মাথায় পাকা চুল
সত্তরের ওপর বয়েস
বুড়ো বাবার পেট পড়ে আছে সুড়ঙ্গের গভীরে!
এ কোন সভ্যতায় আমার বাস?
দুপুর গড়িয়ে বিকেলের আসনে,
কোদাল কড়াই হাতে বুড়ো বাবা
এখনো বয়ে চলেছে সকালের বোঝা।
দুখের সাগরে বৃথাই খড়কুটো খোঁজা
আমাদের দেশে বুড়ো বাবাদের
ঠাঁই নাই,
পেনশন নাই,
রুটি নাই,
ভাত নাই।

উদ্দেশ্য মরন

ক্ষিদে পেয়েছে বলতে পারছে না কাকটা
উন্মাদের মত চিৎকার করে যাচ্ছে
গাছের ডালে বসে,
কোথাও খাবার পেয়েছে নিশ্চয়ই
তাই ঝাপ দিল দূর আকাশে,
জীবনের সংজ্ঞা ওদের কাছে ফ্যাকাশে।
শুধু খাওয়ার জন্য বাঁচা?
বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেও
কথাটা হয়ত সত্যি,
একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে
একটা উদ্দেশ্যহীন জীবনকে বয়ে বেড়ানো আজীবন
উদ্দেশ্য?
গন্তব্য?
মরন।

দান

দেনা উজার করে পৃথিবী যা চায়
দেবার মধ্যেই জগৎ সংসার
দিয়ে রেখেছে পাওয়ার উপায়।
দেনা উজাড় করে আকাশ যা চায়
শূন্যে ডানা মেলা পাখিরা
রং মেখেছে পাখায়,
একটি দানাই ওদের বাঁচার উপায়,
অনেক পেয়েছিস তুই
কে দিয়েছে তায়?
পৃথিবী থেকেই তো যা পেয়েছিস, আয়
কোথায় যাবি রে চলে?
কি নিবিরে হায়।
দেখ তাকিয়ে কেউ বেশি
তাই কেউ কম খায়,
দেনা উজাড় করে জীবন যা চায়
আসলে
মরিচীকা বিছানো আছে পাওয়ার আশায়।
বাঁচার আনন্দ, সুখ দেবার নেশায়
দেনা উজাড় করে পৃথিবী যা চায়।

ফেরত চাই

কোলকাতা তুমি সংগ্রামী হও ক্ষতি নেই
আমার নির্জনতা ফেরত চাই।
তুমি হও শত শত মানুষের সংগ্রামী মিছিলের সাক্ষী
অথবা কফি হাউসে ঝড় তোলা
রাশি রাশি পেয়ালার ঝঙ্কারের উৎস
ক্ষতি নেই,
আমার নির্জনতা ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি রুক্ষ হও ক্ষতি নেই
আমার আবেগ ফেরত চাই।
তুমি সুবেশ সুবেশার ঘর্মাক্ত শরীরে
এক ঝলক তাজা বাতাস দিতে না পারো
ক্ষতি নেই,
আমার আবেগ ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি একপেশে হও ক্ষতি নেই
আমার অন্তদৃষ্টি ফেরত চাই।
তুমি ধনীর চোখে রূপবতী
আর ক্ষুধার্তের হৃদয়ের ক্ষত হও
ক্ষতি নেই,
আমার অন্তদৃষ্টি ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি সুন্দরী হও ক্ষতি নেই
আমার খোলা আকাশ ফেরত চাই।
তুমি পোষ্টারে, প্ল্যাকার্ডে, ব্যানারে সুসজ্জিতা
অথবা ভিক্টোরিয়ার ডানাওয়ালা পরী হও

ক্ষতি নেই,
আমার খোলা আকাশ ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি পটে আঁকা ছবি হও ক্ষতি নেই
ফেরত দাও আমার শিশুর দেহে তাজা বাতাস
আর উলঙ্গ আলো।

বাবার পাওনা?

যন্ত্রণাটা শুধু বাবার পাওনা?
আমার ঘুম ভাঙে সেই সকালে
ব্রেড টোস্ট অথবা স্যাণ্ডউইচ
ব্রেকফাস্টের শেষে ফ্রেশ হই
মেয়ের সাথে খেলা দিয়ে দিন শুরু
যন্ত্রণাটা শুধু আমার বাবার পাওনা?

ঠিক বেলা দশটায় এ.সি গাড়ী তৈরী
ওয়েল ড্রেসড আমি
গলায় টাই ঝুলিয়ে
মেয়েকে নিয়ে গাড়ীর দিকে এগোই
ওকে স্কুলে দিতে হবে
আমাকে তারপর কলেজে যেতে হবে—
একদম কর্পোরেট রুটিন আমার,
অবজ্ঞা শুধু বাবার পাওনা?

ঘড়ির কাঁটাকে হারাতে চাই আমি
গোটা দিনে গোটা পঁচিশ স্যালুট
আর আগে পিছে স্যার স্যার বলা
কর্মচারীদের দৌড়োদৌড়ি
আমি এনজয় করি।

বেলা দুটো বাজে, কখন বাবা এসেছে।
হয়ত ব্রেকফাস্ট না করেই
তাতে আমার কি এসে যায়!
হয়ত বাবার প্রেসার আজ দুশো বাই একশো

তাতে আমার কি এসে যায়।
হয়ত কলেজের নানা কাজ মেটাতে
বাবার ওষুধ খাওয়াও হয়নি আজ
তাতে আমার কি এসে যায়।
ক্ষিদের জ্বালায় বাবা দেখলাম
মিটিং-এর মাঝে নুন আর আদার কুঁচি খাচ্ছে
ছাড়ো তো, আমার কি এসে যায়।

সকালের সিগারেটের প্যাকেটটা এখনই শেষ হয়ে গেলো বাবার?
খুব টেনশানে আছে বলছিলো।
ছেলের জন্যে,
শুধু ছেলের কর্পোরেট স্ট্যাটাস টিকিয়ে রাখার নেশায়
এক বৃদ্ধ সারাদিন নিঃশব্দে কাজ করে কলেজের এক কোণে
দূর, তাতে আমার কি এসে যায়।

মেয়েটাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে
আমার দিন শুরু হয়।
এটাই আমার রোজকার রুটিন—
আমার তৃপ্তি, ভালো লাগার রুটিন।
আজ একদম শরীর দিচ্ছে না
বুকে ব্যথা, হাত পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা
তবু সকালে গাড়ীতে উঠলাম মেয়েকে নিয়ে
আমার তৃপ্তি, আমার ভালোবাসার রুটিন।
মেয়েটা গাড়ীতে উঠলেই বড় চুপ হয়ে যায়
একদম কথা বলে না আমার সাথে।
মেয়েটা একমনে মোবাইলে গেমস্ খেলছে
গাড়ী চলেছে গড়িয়াহাটের দিকে
চুপিসারে মেয়েকে বললাম—
মা, আজ বুকে খুব যন্ত্রণা, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে
মোবাইল থেকে মুখ না সরিয়ে মেয়ে বলল
"ছাড়ো তো বাবা তাতে আমার কি এসে যায়।"

কালকের খোঁজ

যে শিশুটি আজ গুটিগুটি পায়ে
শঙ্খচিলের পাখার ছায়ায় পথ চেনে,
পথ চিনে ফেরে...
সাগরের সিক্ত বেলাভূমি মিশেছে
দূরের কোনো নিশ্চিন্ত বাঁকে আকাশের সাদায়,
সে শিশুটি আজ স্পষ্ট
কালকের প্রজন্মের পথ হাঁটে,
বন্ধুর পথ আজও আছে
আছে কালও,
শুধু পরিচিত হওয়া জেনো
প্রৌঢ়ের পায়ে পায়ে
ঠিক পথে ভুল পথে,
বেলা শেষে বিকেল নেমেছে মেঘের আস্তরণে
শিশুরা তবুও উচ্ছ্বাসে ভাসা—
বিকেলের গোধূলিতে সকালের
আগমনী রয়েছে লুকোনো,
সন্তর্পনে পথ হাঁটা প্রৌঢ়ের
হাত ছিটকে ছিটকে শিশুটি
দৌড়ে ফেরে দিনের আলোর খোঁজে।

আয়ের পথ (১)

সরকার সাহেব ভাবুন।
সব বাড়িতে কাজের লোক লাগে
শহরে মফস্বলে এক নয় একাধিক
কাজের লোক প্রতি বাড়িতে।
রান্নার কাজ, ঘর পরিষ্কারের কাজ
আয়ার কাজ আরও কত কি?
সরকার একটি দপ্তর মুলুক
"আনস্কিলড লেবার সাপ্লাই।"
প্রতিটি বাড়িকে অনলাইনে যোগ করুন,
তাদের চাহিদা জেনে নিন,
বেতন নির্ধারণ করুন
অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিন
অনলাইন ট্রান্সফার করে।
লেবার সাপ্লাই করুন।
কুড়ি শতাংশ কেটে তাদের বেতন দিন।
প্রান্তিক মানুষ শিক্ষিত হবে,
চাকরি বাড়বে
সরকারের আয় দারুন বাড়বে
চাকরির প্রজেকশান বাড়বে।
সরকার সাহেব ভাবুন।

আয়ের পথ (২)

অক্সিজেন ট্যাক্স দাও।
এদেশে বেঁচে আছো
আগে দেশকে বাঁচাও।
আমরা ডেভলপিং নয়
ডেভেলপড কান্ট্রি হতে চাই
এই দেশের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠার ট্যাক্স
এক টাকা প্রতিদিন।
প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাসের টাকা
অনলাইনে পাঠাবে সরকারের দপ্তরে,
অনাদায়ে মাসিক এক শতাংশ সুদ
পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নাও
ট্যাক্স দাও, দেশ বাঁচাও।

Adopt Child

প্রতিটি শিক্ষিত রুচিশীল পরিবার
একটি মেয়ের পড়াশুনোর
পোষাক আষাকের—
খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব নিক।
নয়ত সরকারকে মাসে দুহাজার টাকা জরিমানা দিক।
মেয়েরা বড় হলে বড় হবে দেশ।
মেয়েরা বাঁচলে বাঁচবে দেশ।

জন্ম নেতাজীনগর কলোনীতে ১৯৬৯ সালে। পেশায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরীর সূত্রে দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্ত একটি বি.টেক কলেজে, একটি পলিটেকনিক কলেজে ও একটি আই.টি.আই কলেজের ডিরেক্টর এবং অন্যতম কর্ণধার। কবির প্রকাশিত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৭

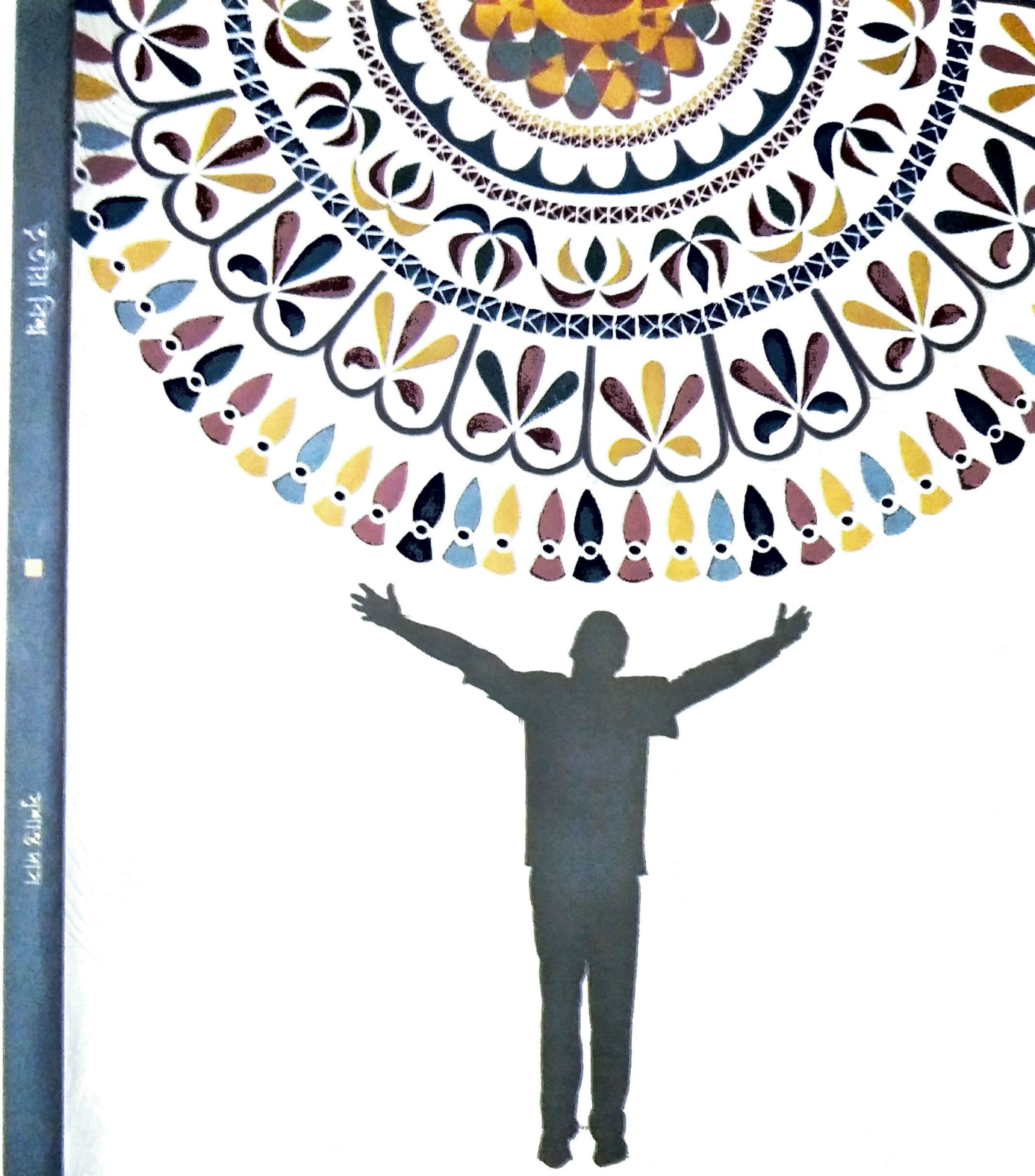

সুশান্ত দাস

তৃতীয় বিশ্ব